লেখিকার কথা

কয়েক বছর থেকে 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস' নামে যে বেহায়াপনা চলছে তা সত্যি আপত্তিজনক। মাঝে মাঝে ভাবি এসব ছেলে-মেয়ের কি বাবা-মা নেই। পাশ্চাত্যের ব্যাপারটা ভিন্ন– ওদের সত্যি বাবা-মা নেই। ওদের মা-বাবারও বাবা-মা ছিলো না।

আমি বলছি আমাদের কথা।

এসব ছেলেমেয়ের বাবা-মা থাক চাই না থাক, এরা তো কেউ ছোট না– নিজেদের ছোট বলে মনেও করে না। অথচ কি করে এভাবে শালীনতাবোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছে এসব ছেলে মেয়েরা?

মুসলিম বাবা-মার ঘরে জন্ম নিয়েও ইসলামী মূল্যবোধ একেবারেই নেই এদের মধ্যে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী সকালে এ'কথাই ভাবছিলাম। আর তখনই ফোনে অনুরোধ করল "নাসরিন সুলতানা সীমা– খালামণি ভালোবাসা দিবস সম্পর্কে কিছু লেখেন না প্লিজ!"

তখন অন্য একটি লেখা অসমাপ্ত রেখে এ লেখাটিই শুরু করলাম।

কিছুক্ষণ পরেই একই আবেদন নিয়ে ফোন করলেন কুষ্টিয়ার ওয়াহিদুজ্জামান ভাই।

সূচিপত্র

ভ্যালেনটাইন'স ডে কি ৯

ভ্যালেনটাইন'স ডে-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯

বিবাহ প্রতিষ্ঠা দিবস ১০

বিয়ে করা কেন অপরাধ ১০

একটি প্রতিবাদ ১১

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দিবস ১২

প্যারেন্ট'স ডে ১৩

বিবাহ সম্পর্কে ইসলামের বিধান ১৩

বাবা-মা সম্পর্কে ইসলামের বিধান ১৬

মৃত্যুর পরও তাদের হক আদায় করার নির্দেশ ১৮

প্রাচীন জাহেলিয়াত ২০

নতুন জাহেলিয়াতের আগমন ২২

বিজাতীয় অনুকরণ ২৪

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মোবাইল ফোনে অনেকক্ষণ থেকে রিং হচ্ছিলো। কানে ধরতেই একটা মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "আস্‌সালামু আলাইকুম- খালাম্মা ভালো আছেন?"

"ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম কে মা তুমি?"

"খালাম্মা আমি সীমা। ঐ যে সেদিন কথা বলেছিলাম।"

"ও-হ্যাঁ। কেমন আছো মা?"

"আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছি। খালাম্মা একটা কথা বলবো?"

বললাম। "অবশ্যই বলবে।"

সীমা বললো। "আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ভালোবাসা দিবস। এই সম্পর্কে কিছু একটা লিখবেন?"

বললাম। "তুমি কি লক্ষ্মীপুর থেকে বলছো?"

না। খালাম্মা। আমি ঢাকার খিলগাঁও থেকে বলছি।

এবার মনে পড়লো। হ্যাঁ। এই মেয়েটি মাঝে মাঝে ফোন করে। আমার নতুন কোনো বই হাতে পেলেই ফোন করে। শায়েলা, রুমানা, জান্নাতুল মাওয়া, সিমু, কহিনূর আরো বেশ কয়েকটি মিষ্টি মেয়ে বুদ্ধিমতি মেয়ে। আমার বিভিন্ন বই পড়ে

ওদের ভালো লেগেছে। সেই সাথে ওরা ভালোবাসে আমাকেও। এই ভালোবাসাকে আমি অসম্ভব শ্রদ্ধা করি, মর্যাদা দেই। দামী অলংকারের চেয়েও মূল্যবান মনে করি।

এই ভালোবাসাকে মনে করি আমার জীবনের মূলধন, আমার পরিশ্রমের পারিশ্রমিক।

এই ভালোবাসাকেই মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন– "আমার (আল্লাহ্র) জন্য ভালোবাসা।" আর এদেরকেই তিনি স্থান দেবেন তাঁর আরশের ছায়ায়। ভাবতে গেলেই আনন্দে বুকটা ভরে ওঠে।

যাহোক, সীমাকে আবার বললাম- "এই দিনটিকে ইংরেজীতে কি বলে?"

সীমা বললো– "ভ্যালেনটাইন'স ডে"

ঃ "ভ্যালেনটাইন'স মানে কি ভালোবাসা?"

ঃ " না, তা হবে ক্যানো?"

ঃ "তাহলে ঐদিনকে ভালোবাসা দিবস বলতে হবে ক্যানো?"

ঃ "তা-ত জানি না।"

সত্যি তাই। এরা কিছুই জানে না। এই দিনটি কি? কেন উদ্‌যাপন করতে হবে, কিছুই জানে না তারাও যারা এই দিন নিয়ে হৈ চৈ মাতামাতি করে। এই দিনটির কর্মসূচী দেখে তো মনে হয়, এই দিন হলো প্রকাশ্যে 'নির্লজ্জতার চর্চা' দিবস। কি নির্লজ্জের মতো যুবক-যুবতিরা জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন স্পটে অশালীনভাবে অবস্থান করে।

ভ্যালেনটাইন'স ডে কি

এই অপসংস্কৃতিটি এ দেশে আমদানী করেছে 'যায় যায় দিন' পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক সফিক রেহমান। পাশ্চাত্যের এই বস্তা পঁচা অনুষ্ঠান- যা পাশ্চাত্যেই হালে পানি পাচ্ছে না। সফিক রেহমান (রহমান নয়) সাহেব সেই প্রত্যাখ্যাত জিনিস স্বযত্নে কুড়িয়ে এনে, সম্পাদকীয় কারুকাজে সাজিয়ে, কথার রঙ তুলিতে রাঙিয়ে আমাদের হুজুগে মাতাল যুব সমাজের হাতে তুলে দিয়েছে। আর কোমলমতি তরুণ তরুণীরা কিছু না জেনে না বুঝেই গন্ধরাজ মনে করে এই ধুতরার ফুলকে লুফে নিয়েছে। কিছু বৃদ্ধ জ্ঞানপাপীর উস্কানীতে আমাদের অধিকাংশ যুবক-যুবতি এই ধুতরা ফুলের বিষক্রিয়ায় উন্মাদ প্রায়।

ভ্যালেনটাইন'স ডে-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

খ্রিস্ট সমাজে কোনো ভালো মানুষের সন্তান কিন্তু ভালো মানুষ হয় না। কিংবা অন্যভাবে বলা যায়- কোনো ভালো মানুষেরই সন্তান হয় না। কারণ ভালো মানুষদের তো বিয়ে করাই নিষেধ। তাই খ্রিস্ট সমাজে যতো ভালো মানুষ আছে তারা সবাই খারাপ মানুষের সন্তান।

এমনি একজন খারাপ মানুষের সন্তান- ভালো মানুষ ছিলেন সেইন্ট ভ্যালেনটাইন। কিন্তু সেইন্ট ভ্যালেনটাইন শেষ পর্যন্ত নিজেকে ভালো রাখতে পারলেন না। এক প্রেমময়ী নারীকে ভালোবেসে ফেললেন এবং গোপনে অবৈধ একটা সম্পর্কও গড়ে তুললেন। (যেহেতু বিয়ে করার কোনো উপায় ছিলো না) এই অপরাধে তাকে কঠিন শাস্তি দেয় তৎকালীন গীর্জার নিষ্ঠুর